Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XIV Issue : VI, 15th, September, 2024 ১লা ভাদ্র, ১৪৩১, বার্ষিক মূল্য - ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

অন্যায় যে করে,
আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

আমরা বিচার চাই।

Vol : XIV Issue : VI, 15th, September, 2024, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

মুক্ত করো ভয়

গৌতম রায়চৌধুরী

আর জি কর মেডিকেল কলেজে ৯ অগাস্ট রাত সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে আমাদের তিলোত্তমাকে পাশবিক অত্যাচারের পরে খুন করা হয়েছিল। আজ ঘটনার তিন সপ্তাহ পার করেও বিচার অধরা!

প্রথমে হাসপাতাল, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ঘটনাটা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। হাসপাতালের পক্ষ থেকে এক বামা কণ্ঠধারিনী আধিকারিনি তিলোত্তমার মা-বাবাকে আত্মহত্যার খবর শুনিয়েছিল। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা হল। অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে মৃতদেহ দাহ করার চেষ্টা চলছিল। সৌভাগ্যবশত সেই সময় যুবনেত্রী মীনাক্ষীর নেতৃত্বে ডি ওয়াই এফ এর সদস্যরা ঝাপিয়ে না পড়লে হয়তো চুপিসারে শবদাহ হয়ে যেত। তড়িঘড়ি করে সঞ্জয় রায় নামক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ধরা হল এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে দাবি উঠল, আসল অপরাধী ধরা পড়ে গেছে— ফাঁসি দাও বা গুলি করে মেরে ফেল! কিন্তু তখনো অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন আগামী চারদিনের মধ্যে কলকাতা পুলিশ সমস্যার সমাধান করতে না পারলে সিবিআই-এর হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হবে! স্বভাবতই তিলত্তমার মা এবং বাবা রাজি হলেন না। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট পুলিশ, হাসপাতাল এবং প্রশাসনকে কার্যত তুলোধোনা করে তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দিল। পরবর্তীকালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও একই রায় দিল। সিবিআই তদন্ত হাতে নেওয়ার পরেও ১৬ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও মূল প্রশ্নের উত্তর অধরা।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ এমনকি বিদেশেও ঘটনাটি জনমানসে বিশাল ছাপ ফেলেছে। আমরা সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারছি এই ঘটনাটি কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ড নয়। এটা কোন যৌন লালসার দরুন ঘটে যাওয়া হত্যা নয়। এটা চিরকালীন পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার দম্ভ দেখানো নয়। এই হত্যাকাণ্ড একটা গভীর দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ। কেন এই ষড়যন্ত্রের ধারণাটা মানুষের মনে বদ্ধমূল হল?

ঘটনাস্থল নিয়ে ধোঁয়াশা-সেমিনার রুম না অন্য কোথাও?

ঘটনার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে পুলিশে এফ আই আর।

তড়িঘড়ি শবদাহ— হাসপাতালে অত্যাধুনিক মর্গের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেহ সংরক্ষিত হলো না।

রাতের ডিউটিতে কর্মরতা ডাক্তারের খোঁজ সকাল নটার আগে কেন পরলো না?

সেমিনার রুমের অদূরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘর ভাঙ্গার অনুমতি, সর্বোপরি ১৪ তারিখ রাতে বহিরাগত গুণ্ডাদের দ্বারা হাসপাতাল তছনছ করা— এই সমস্তই তথ্য প্রমাণ লোপের চেষ্টা বলেই আমাদের ধারণা।

সর্বোপরি হাসপাতালের অধ্যক্ষকে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আড়াল করার চেষ্টা। এক বছর

আগে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির লিখিত প্রমাণ থাকলেও চুপ করে বসে থেকে ঘটনা ঘটার পরে নড়েচড়ে বসা। হাসপাতাল থেকে অপসারণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন হাসপাতালে প্রমোশন! আইএমএ বহিষ্কৃত করলেও কর্মকর্তা স্বাস্থ্য দপ্তর এখনও নীরব!

জনগণ চাইছে শুধু অপরাধীদের বিচার নয় এ সকল প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে। সিবিআইকে মনে রাখতে হবে এবারের তদন্ত শুধু আদালতের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে না, জনতার আদালতেও তাকে জবাব দিতে হবে। ততদিন জনতার আন্দোলন চলছে চলবে।

আমাদের জাতীয় পতাকা

অশোক রঞ্জন ধর

বিজয়ী বিশ্ব তিরঙ্গা প্যারা
ঝান্ডা উঁচা রহে হমারা
সদা শক্তি সরসানে বালা
প্রেম-সুধা বরসানে বালা
বিরোঁ কো হরসানে বালা
মাতৃভূমি কে তন্ মন সারা
ঝান্ডা উঁচা রহে হমারা
বিজয়ী বিশ্ব তিরঙ্গা প্যারা

—শ্যামলাল গুপ্ত

আমাদের জাতীয় পতাকার আত্মপ্রকাশের ক্রমপর্যায়ের আলোচনা করলে দেখা যায় যে স্বাধীনতার পূর্বে সমগ্র ভারতের কোনো জাতীয় পতাকা ছিল না। এর অন্যতম কারণ তখন কোনো অখণ্ড ভারত ছিল না। বিভিন্ন ছোট-বড় রাজ্যগুলি তাদের শাসনকর্তাদের পতাকাতলে চলত। যেমন মৌর্য ও গুপ্তদের প্রতীক ছিল গরুড়। রানা প্রতাপের চাঙ্গি, শিবাজীর ভাগ্যঝাণ্ডা ও মুঘলদের আলম।

ব্রিটিশ আমলে ৫৬৫টি করদ রাজ্যের তাদের নিজস্ব পতাকা ছিল। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে (সিপাহী আন্দোলন) বিভিন্ন পতাকা ব্যবহার হলেও তাঁরা মোঘল সম্রাট দ্বিতয় শাহের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন।

১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৩১ পর্যন্ত বিধিসম্মত তাদের কোনো পতাকা ছিল না।

অনেকদিন পরে স্বাধীনতার জন্য স্বদেশী আন্দোলন বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি পতাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯০৫ সালে ভগিনী নিবেদিতা বজ্রপ্রতীক সহ একটি পতাকার নকশা করেন। এটি মনোনীত না হওয়ায় পরে আর একটি তৈরি করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আয়োজিত প্রদর্শনীতে পতাকাটি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এটির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

১৯০৫ সালে ভাইসরয় বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ১৬ অক্টোবর থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বিভাজন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৫ সালের ৭ অগাস্ট। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমোদিত একটি ত্রিবর্ণ পতাকা ১৯০৬ সালের ৭ অগাস্ট কলকাতার পার্সীবাগানে (গ্রিনপার্কে) 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের প্রথম বর্ষপূর্তিতে আয়োজিত জনসভায় উত্তোলিত হয়। এই পতাকার ডিজাইনার ছিলেন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও সুকুমার মিত্র। ওই বছরই দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই পতাকা উত্তোলিত হয়।

আমাদের জাতীয় পতাকার ইতিহাসে মাদাম ভিখাজী রুস্তম কামার নাম চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। ২২ অগাস্ট, ১৯০৭ স্টুটগার্টে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে ভাষণকালে আবেগমথিত হয়ে তিনি তুলে ধরেন সবুজ, সোনালী ও লাল রঙের এক ত্রিবর্ণ পতাকা। উপরে এক সারিতে ৭টি পদ্ম আর নীচে একদিকে সূর্য ও অন্যদিকে চাঁদের কলা। মাঝের সোনালি ব্যান্ডে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা 'বন্দে মাতরং' (মাতরম নয়)। তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী বীর সাভারকর ও শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা এর ডিজাইন করেন। বাংলার বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) এটি তৈরি করেন। দীর্ঘ ৩৩ বৎসর প্রবাস জীবনের পর ১৯৩৫ এর ডিসেম্বরে ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯৩৬ সালের ১৩ অগাস্ট বোম্বাইতে মাতৃভূমির কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মাদাম কামা। বিদেশে ভারতীয় জাতীয় পতাকার কাহিনি মাদাম কামার সঙ্গেই শেষ হয়নি। বার্লিনে ভারতীয় বিপ্লবীরা (বার্লিন কমিটি নামে পরিচিত) মাদাম কামার অনুসরণে একটি ত্রিবর্ণ পতাকা তৈরি করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত গদর পার্টিও তেরঙ্গাকে জাতীয় পতাকা রূপে গ্রহণ করেছিল। এতে সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের তিনটি ভাগ ছিল এবং মাঝখানে আড়াআড়িভাবে দুইটি তরবারি ছিল।

১৯১৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে হোমরুল লীগ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আন্দোলনের দুই শক্তিধর নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ও ডঃ অ্যানি বেসান্ত একটি নতুন পতাকা তৈরি করেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় ডঃ অ্যানি বেসান্ত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে এই পতাকা উত্তোলিত হয়।

ক্রমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে আবির্ভূত হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি একটি পতাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইতিপূর্বে মোসলিপত্তনমে অন্ধ্রযুবক পিঙ্‌লে ভেঙ্কাইয়া নিজস্ব ভাবনায় শক্তি পতাকা তৈরি করে গান্ধীজির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সেটি গান্ধীজির মনঃপুত হয়নি পরে তিনি পিঙ্‌লে ভেঙ্কাইয়াকে ডেকে উপরে সাদা, মাঝে সবুজ এবং নিচে লাল ব্যান্ড এবং এই তিনটি ব্যান্ড জুড়ে থাকবে একটি চরকা— এই ডিজাইন-এ পতাকা তৈরি করতে বলেন। ভেঙ্কাইয়া পতাকাটি

তৈরি করেন। জন্ম নিল নিখিল ভারত কংগ্রেস তথা ভারতের পতাকা। ক্রমে এটি জাতীয় পতাকারূপে উল্লেখ হতে লাগল। ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে চরকা শোভিত বৃহৎ পতাকা উত্তোলিত হয়। ১৯২৯ এর ৩১ ডিসেম্বর মধ্য রাত্রিতে ইরাবতী নদীর তীরে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনেও এই পতাকা উত্তোলিত হয়। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩০ এই পতাকার ছত্রছায়ায় অগণিত ভারতীয় নরনারী ব্রিটিশের নিকট নতি না স্বীকার করার শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৩১ সালের ৫ ও ৬ অগাস্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় কংগ্রেসের একটি বিধিবদ্ধ পতাকার প্রস্তাব নেওয়া হয়। নতুনভাবে রঙের বিন্যাস হয় এইভাবে— উপরে জাফরানী, মাঝে সাদা, নীচে সবুজ এবং মাঝে সাদার উপরে গাঢ়ো নীল রঙের একটি চরকা। ১৯৪৩ এর ২১ অক্টোবর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আই. এন. এ-র সর্বাধিনায়ক হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের তিরঙ্গাটি তাঁর অস্থায়ী সরকারের পতাকারূপে গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন লুই মাউন্টব্যাটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে জাতীয় নেতৃবৃন্দ একটি জাতীয় পতাকার সুপারিশের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জওহরলাল নেহেরু ২টি পতাকা সহ (১টি রেশম খদ্দরের আর একটি সুতি খদ্দরের) এই প্রস্তাবটি গণ পরিষদে ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই পেশ করেন— 'স্থির করা হয়েছে যে, ভারতীয় জাতীয় পতাকা হবে আড়াআড়িভাবে সাজানো জাফরানী (কেশর), সাদা ও গাঢ় সবুজ রঙের সমান পট্টিতে। সাদা পট্টির মাঝখানে ঘন নীল রঙের চাকা থাকবে, যেটি হবে চক্রের প্রতীক। চাকার ডিজাইন হবে সারনাথ সিংহ স্তম্ভশীর্ষের শিলামূর্তিতে যেমন চক্র আছে, সেরকম। চক্রের ব্যাস হবে মোটামুটি সাদা ব্যান্ডের প্রস্থের মাপে। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে সাধারণভাবে তিন ও দুই'। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আমরা পেলাম আমাদের জাতীয় পতাকা।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীন ভারতে নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করার পর ৩১টি তোপধ্বনির মাধ্যমে প্রথমে পরিষদ ভবনের কেন্দ্রীয় গম্বুজের পতাকাদণ্ডে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ল। ১৬ অগাস্ট সকালে (শনিবার ৮-৩০ মিনিট) ঐতিহাসিক লালকেল্লার প্রাকারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রথম ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৪৮ সালে থেকে ১৫ অগাস্ট লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান হয়। ১৬ অগাস্ট, ১৯৪৭ অপরাহ্নে প্রিন্সেস পার্কে (ইন্ডিয়া গেটের কাছে) প্রথম জনসমক্ষে পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠান হয়।

জাতীয় পতাকা নিয়ম ও পদ্ধতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা নির্দেশনামা 'ভারতীয় পতাকা বিধি' গৃহীত হয়েছে। এই বিধি অনুযায়ী তেরঙ্গা শুধুমাত্র তাঁত বা হাতে বোনা খাদির কাপড়েই তৈরি করা যায়। ডিসেম্বর ২০২১-এ পতাকা বিধি বা Flag Code of India, ২০২২তে সংশোধন করে যন্ত্রে তৈরি পলিয়েস্টারের পতাকা তৈরিরও অনুমতি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে (০৮-০৭-২০২২) কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছেন, খাদি বা পলিয়েস্টার, তাঁতে বা হাতে বোনা বা যন্ত্রে তৈরি সবরকম জাতীয় পতাকার বিক্রয়কে

জি. এস. টি. থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্য এতে পতাকার দাম কমবে এবং ঘরে ঘরে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে তিরঙ্গা উত্তোলিত হবে।

জয় হিন্দ — বন্দে মাতরম

তথ্যসূত্র ঃ 1. Our National Flag by Lt. Cdr. K. V. Singh
2. Madame Bhikhaiji Rystom Cama by Khorshed Adi Sethna
3. আনন্দবাজার পত্রিকা — ০৯-০৭-২০২২
4. এইসময় — ০৯-০৭-২০২২

'বিগ ব্যাঙ : ঈশ্বর : পোপের আবিষ্কার'

তপন কুমার দাস

ভ্যাটিকান সিটির সামনে বিশাল জনসমাবেশে প্রায় ২৫ হাজার ভক্তের সামনে দাঁড়িয়ে বেনেডিক্ট বলেন, বিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল তা ঈশ্বরের সুনিপুণ পরিকল্পনারই ফল।

পোপ কোথা থেকে কীভাবে এই অসাধারণ তথ্য আবিষ্কার করলেন তা অবশ্য জানাননি। তবে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে কিছু যুক্তি দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তিও অবশ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে সাথে বদলাতে হয়। যেমন অতীতে পোপ বহুদিন তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞানে সূর্যকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়েছিল। গ্যালিলিওকে সত্য আবিষ্কারের জন্য শাস্তি দিয়েছিল। বিজ্ঞান তো একটু একটু জানার পথে সত্য-ভুল— পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু স্বয়ং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পাঠানো শাশ্বত ধর্মগ্রন্থ যাকে নাকি বদলানোই যায় না, সেখানে এমন ভুলশুদ্ধির ভাবনা যোগ করা কেন?

ধর্মগ্রন্থের বেশিরভাগ বিষয়ই হল অতীতের অজ্ঞতার অভিব্যক্তি। অবশ্য এটা জানা নেই যে ঈশ্বরও অতীতে কম জানতেন, এখন বিজ্ঞানের আলোয় তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা? বিজ্ঞানের ধারণায় মহাবিশ্বকে এই পর্যায়ে আসতে গিয়ে প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর অতিক্রম করতে হয়েছে। তিনটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে বলা হয়েছে, ছয়দিনে ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পূর্ণ। পোপের অবশ্য এতদিনে বোধোদয় হয়েছে যে এই কাহিনি সত্য নয়। এমন ধর্মগ্রন্থের 'সত্য' বর্জন করে বিগ ব্যাঙ এর নিপুণ পরিকল্পনার কথা এখন পোপ জানলেন কী করে? কিন্তু মুশকিল হল, বিজ্ঞান আজ যে বিগ ব্যাঙ এর তত্ত্ব তুলে ধরেছে তার অনেক ত্রুটি আছে। হতে পারে মহাবিশ্ব, যা জানা যাচ্ছে তার থেকেও বড়। কাজেই অজানা আরও কোথাও বিগ ব্যাঙ অন্য বিশ্বের রূপ দিচ্ছে। হতে পারে, বিগ ব্যাঙ এক সময় আবার শূন্যতায় পৌঁছে গিয়ে ফের বিস্ফোরণে নতুন করে মহাবিশ্ব শুরু করবে অথবা চির শূন্যতায় হারিয়ে যাবে। হতে পারে, বিশ্ব বড় হতে হতে তার এনট্রপি এতই বেড়ে যাবে যে সেটি শক্তিহীন স্তব্ধতায় চিরঘুমে নিথর হয়ে থাকবে। স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বে সবই সম্ভব।

ফলে তত্ত্ব বদলে গেলে পোপকে তখন আবার সেই তত্ত্বের পিছনে ঈশ্বরের নিপুণ 'হাত' আবিষ্কার করতে হবে।

পোপ বেনেডিক্ট বলেছেন, বিজ্ঞান আবিষ্কার করেই খালাস। সৃষ্টির পিছনে তাৎপর্য বলতে পারে না। কথাটা অভ্রান্ত। সৃষ্টির অর্থ অনুসন্ধান বিজ্ঞানের কাজ নয়। কাজেই সেই দার্শনিক বিষয়ের উত্তর তার কাছে নেই। আমাদের জিজ্ঞাসা ধর্মের কাছে আছে তো? তার ঝুলিতে তো সব কিছুরই উত্তর থাকে। কিন্তু তা হল মনগড়া, আপ্তবাক্য। পোপ বলেছেন, সৃষ্টি সুন্দর। এর পিছনে রয়েছে চির মঙ্গলময় এক তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য। তা কখনও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিতে হতে পারে না। কাজেই এর পিছনে একটা সুনিপুণ পরিকল্পনা রয়েছে যা ঈশ্বরের চেতনাসঞ্জাত। প্রশ্ন হল, এমন নিপুণ ঈশ্বরের আবির্ভাবের পিছনে কার সুনিপুণ পরিকল্পনা রয়েছে? ঈশ্বর যদি স্বয়ম্ভূ, সক্রিয় হতে পারেন, তাহলে প্রকৃতির স্বয়ম্ভূ, সক্রিয় হতে বাধা কোথায়? স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতি সম্মুখে প্রতীয়মান, তার পিছনে অজ্ঞাত, কাল্পনিক ঈশ্বর এনে তার আবিষ্কার আবার একটা দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

সৃষ্টি মঙ্গলময়, তাৎপর্যপূর্ণ। স্রষ্টা ঈশ্বর নিপুণ, সর্বশক্তিমান। তা পৃথিবীতে ভূমিকম্প, ঝড়, অগ্নুৎপাত, সুনামি কোন মঙ্গলের তাৎপর্য বহন করে? বিকলাঙ্গের জন্ম স্রষ্টার কোন নিপুণতার দৃষ্টান্ত? ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, রুগ্ন-আহতের আর্তনাদ কোন মঙ্গলের বার্তাবহ? প্রতিটি প্রাণীর দেহে ব্যথার পরিকল্পনা সর্বশক্তিমানের কোন নৈপুণ্য প্রকাশ করে? উল্কাপাতে পৃথিবীর কোন মঙ্গল সাধিত হয়? পার্থিব সমস্ত প্রাণীর কোনও না কোনও প্রাণীকে হত্যা করে জীবনধারণ করার মধ্যে কী সৌন্দর্য, কোন মঙ্গলময় রূপ আর কী নৈপুণ্য প্রকাশিত করতে পারে? স্বয়ং ঈশ্বরের হাতে একাধিক ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি আর তার পরিণামে পরস্পর হানাহানির পিছনে ঈশ্বরের কী অসাধারণ পরিকল্পনা ও দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়? মহাবিশ্বে যেটুকু জানা গিয়েছে তা কেবল অগ্নিময় তপ্ত তারকায় পরিপূর্ণ। প্রতিটি নীহারিকা কোটি কোটি এমন তারকায় পূর্ণ। তার ভিতর আবার কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে যা কিনা পাশের সব কিছুকে গ্রাস করে চলেছে। এক একটির ওজন সূর্যের ওজনের ১০/১৫ বিলিয়ন গুণ। এমন নীহারিকা মহাবিশ্বে রয়েছে কোটি কোটি। কী এর তাৎপর্য? অগ্নিময় তারকারাশি থাকা না-থাকার ভিতর কী পার্থক্য? কোটি কোটি বছরের বিশ্বে মানুষ এসেছে মাত্র কয়েক লক্ষ বছর। আর পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যাবে কিছুদিন পর। মহাবিশ্বের জীবনে মানুষ থাকার সময় একটা পলক মাত্র। কী এর তাৎপর্য বা কী এর অর্থ? মানুষকেই করতে হবে বিজ্ঞান অন্বেষণ আর অন্বেষণ। এটাই হল এই মুহূর্তে মানুষের মুক্ত চিন্তার মুক্ত আলোর বিকীরণ।

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার বিকাল ৪টায় আমাদের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।
আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

Vol : XIV Issue : VI, 15th, September, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

গরমাগরম

মৃণাল দত্ত

বিদেশ থেকে দিদি বলেন, গরম নাকি বেশ পড়েছে
তোদের দেশে?
'হ্যাঁরে দিদি, পুটু মামার ঘাম জমে যায়
মাথার কেশে
টাকলু দাদু ঘামের চোটে গামছা খোঁজেন
মাঠে হাটে
অর্থবান মধ্যবিত্ত এ.সি. কেনেন
ঘামের চোটে
ভাইরে দিদি, গরম শুধু নেই
গরিব ঘরে আর
বিপুল ধনে বলি যারা পথে
পথে গাড়ির বাহার
তাইতো দ্যাখো শীতের রাজা
ক্রিকেট খেলা
টি টুয়েন্টি নাম নিয়ে সন্ধ্যা রাতে
রাত্রি বেলা
ঘাম ছুটে যায় দমে ঘাটতি
তবু ছোটে
বিক্রি তারা হয়েছে যে নিলাম
হাটে
তবে দিদি, স্কুলগুলি সব বন্ধ
গরম নাকি অশেষ
একই দেশে দু'রম নিয়ম
শিব ঠাকুরের আপন দেশে।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন
পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)
১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেস্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়া-ট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০
নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে
কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in